সাওম বিষয়ক আধুনিক কিছু মাসআলা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ

বিবরণ: সরাসরি খালি চোখ দিয়ে চাঁদ দেখাই হচ্ছে মূলনীতি। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এই মূলনীতির ওপরই আমল হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কোনো কিছুকে বড় করে দেখার জন্য টেলিস্কোপসহ আধুনিক অনেক যন্ত্রপাতিই আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে চাঁদ দেখা সম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাঁদ দেখলে শরী‘আতের দৃষ্টিতে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে?

পর্যালোচনা: শরী‘আতের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা বা না দেখাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

“তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই সাওম ছেড়ে দিবে”।[1]

তবে বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলিম মনে করেন যে, সরাসরি চোখ দিয়ে চাঁদ দেখলেই কেবল তা শরী‘আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়। তাদের মতে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক এসব যন্ত্রপাতির সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে, তবে সম্পূর্ণরূপে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা যাবে না। সুতরাং খালি চোখে যদি চাঁদ দেখা না যায়, কিন্তু এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দেখা যায়, তাহলে এই দর্শন গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের মতে, হাদীসে গ্রহণযোগ্য চাঁদ দেখার যে বিষয়টি এসেছে, তা শুধুমাত্র খালি চোখে দেখার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা এসব যন্ত্রপাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না।

অবশ্য বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিমের মতে, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন চাঁদ দেখাই হচ্ছে বড় কথা। সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদ ‘মাজলিসু হাইআতি কিবারিল ওলামাও এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। ১৬/৫/১৪০৩ হিজরী তারিখে পরিষদের সকল সদস্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে একমত হন:

১. চাঁদ দেখার কাজে সহযোগী হিসেবে মানমন্দির নির্মাণ করা যেতে পারে, এতে শর‘ঈ কোনো বাধা বা নিষেধ নেই।

২. খালি চোখে চাঁদ দেখা গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও মানমন্দিরের মাধ্যমে তা দেখা না যায়।

৩. টেলিস্কোপের মাধ্যমে যদি সত্যি সত্যি চাঁদ দেখা সম্ভব হয়, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও খালি চোখে তা দেখা না যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“ফলে তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের সাওম পালন করবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوْا حتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا»

“(রমযানের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সাওম পালন করবে না। পক্ষান্তরে (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সাওম ছেড়ে দিবে না। মেঘ বা অন্য কোনো কারণে যদি চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে শা‘বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন,

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ»

“তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দিবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে...”। উপরোক্ত হাদীসগুলোতে চাঁদ দেখার শর্তারোপ করা হয়েছে মাত্র, সেগুলোতে খালি চোখ, টেলিস্কোপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেখা বা না দেখার কোনো শর্তারোপ করা হয় নি। তাছাড়া হাঁ-সূচক (المثبت) দলীল না-সূচক (النافي) দলীলের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য।

৪. চাঁদ দেখার সম্ভাবনা থাক বা না থাক মানমন্দিরগুলোর বিশেষজ্ঞ দলের নিকট চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাব্য রাত্রিতে চাঁদ দেখার প্রয়াস চালানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫. সঊদী আরবের চারটি বিভাগকে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ যন্ত্রপাতি সম্বলিত মানমন্দির গড়ে তোলা ভাল মনে করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক মানমন্দির নির্মাণের স্থান এবং খরচ নির্ধারণ করা হবে।

৬. চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাব্য স্থানগুলোতে চাঁদ দেখার প্রয়াস চালানোর জন্য ভ্রাম্যমান মানমন্দির গড়ে তোলা হবে। সাথে সাথে তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষদের থেকে চাঁদ দেখার কাজে সহযোগিতা নিতে হবে।তবে কাযীর নিকটে চাঁদ দর্শনকারীর শরী‘আত নির্ধারিত ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হতে হবে।

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9804

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন